যাত্রাবাড়ীতে চাঁদা না পেয়ে বাস ভাঙচুর, যুবদল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

অভিযুক্ত যুবদল নেতা: সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে শরীয়তপুর সুপার সার্ভিস পরিবহনের একাধিক বাস ভাঙচুর ও শ্রমিকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। বাস মালিকদের দাবি, যাত্রাবাড়ী থানা যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি মুশফিকুর রহমান ফাহিম ৫০ লাখ টাকা চাঁদা এবং কয়েকটি বাসের রুট পারমিট দাবি করেন। দাবি না মানায় তাঁর অনুসারীরা হামলা চালায়।

ঘটনার পর থেকে যাত্রাবাড়ী-শরীয়তপুর রুটে পরিবহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে প্রতিদিনের প্রায় ৩০ হাজার যাত্রী ভোগান্তির মুখে পড়েছেন।

শরীয়তপুর সুপার সার্ভিসের চালক মাসুদ রানা বলেন, “যাত্রাবাড়ী এলাকায় গেলেই কিছু দুর্বৃত্ত আমাদের বাস ভেঙে ফেলছিল। শ্রমিকদের মারধরও করে তারা। ভয়ে ৫ দিন ধরে বাস চালাতে পারছি না।” তিনি বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান দাবি করেন।

মারধরের শিকার নয়ন বেপারী বলেন, “যাত্রাবাড়ী যাওয়ার পর হঠাৎ আমাদের বাসে হামলা চালায় ফাহিমের লোকজন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা বাসের গ্লাস ভেঙে ফেলে। এ সময় আমাকেও জখম করা হয়।”

শরীয়তপুর আন্তঃজেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফারুক আহম্মেদ চৌকিদার বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে যাত্রাবাড়ী রুটে চাঁদাবাজি হয়ে আসছিল। তবে তা সহনশীল পর্যায়ে ছিল। সম্প্রতি সাবেক এক যুবদল নেতা মালিক সমিতির কাছ থেকে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা এবং বেশ কয়েকটি বাসের রুট পারমিট দাবি করেন। তাকে টাকা না দেওয়ায় বাস ভাঙচুর ও শ্রমিকদের মারধর করা হয়।”

বাস মালিক সমিতির সভাপতি ফারুক তালুকদার বলেন, “ফাহিম চাঁদার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। প্রতি মাসে গাড়ি থেকে চাঁদা তো নিচ্ছেই, এখন আরও বেশি টাকার আবদার তার। আমরা তার দাবি না মেনে বিএনপির হাইকমান্ডকে জানিয়েছি। এরপর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বাসগুলোতে ভাঙচুর চালিয়েছে।”

অভিযোগ অস্বীকার করে মুশফিকুর রহমান ফাহিম বলেন, “আমাদের গাড়ির রুট পারমিট থাকার পরেও শরীয়তপুরের বাস মালিক সমিতি সেগুলোকে অন্য উপজেলায় যেতে দিচ্ছে না। এখন তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে। আমি কারও কাছে চাঁদা দাবি করিনি। আমি চাঁদাবাজি করে থাকলে আমার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হোক। অভিযোগ প্রমাণ হলে আমি আমার অপরাধ মাথা পেতে নেবো।”

চাঁদা দাবির অভিযোগ লিখিতভাবে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে জানিয়েছেন পরিবহন নেতারা। পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম বলেন, “অভিযোগ সম্পর্কে আমরা জেনেছি। ঘটনাটি ডিএমপির ক্রাইম বিভাগকে জানানো হয়েছে। ডিএমপি ও জেলা পুলিশ যৌথভাবে কাজ করছে।”